মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল আর নেই

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি, ইটভাটা মালিক সমিতির সাবেক উপদেষ্টা, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ মঙ্গলবার তার একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ একাধিক মামলা দায়েরের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ মঙ্গলবার বাদ আসর মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে মরহুম গোলাম রসুলের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাবেক বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি সরোয়ার

খান আর নেই

মেহেরপুর পৌরসভার ০১নং ওয়ার্ডের হোটেল বাজার শহীদ গফুর সড়কের বাসিন্দা মরহুম মংলা ড্রাইভারের সেজো ছেলে সরোয়ার খান আর নেই। তিনি কিছুদিন মেহেরপুর প্রতিদিনের বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। সাত বছর বয়সী একটি কন্যা সন্তান রয়েছে তার।

বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। পরে কুষ্টিয়া থেকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেওয়ার পথে রাত পোনে ১২টার তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সরোয়ার হোসেনের জানাজার নামাজ আজ দুপুর ২ ঘটিকার সময় হোটেল বাজার নিমতলা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। পরে মরহুমকে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হয়। জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠানে তার আত্মীয় স্বজন বন্ধুসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী অংশগ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মজিবর রহমান আর নেই

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মজিবর রহমান মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর নিবাসী বিশিষ্ট ইটভাটা মালিক, হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী ও সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মজিবর রহমান আজ শুক্রবার সকাল ৭ টা ৩০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তার এক ছেলে (সোহাগ) ও এক মেয়ে সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির

ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তাকে একনজর দেখার জন্য দলে দলে লোকজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয়স্বজনেরা ছুটে আসেন।

তার মৃত্যুতে শোকাভিভূত হৃদয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু মিঞা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি আকতার হোসেন জোয়ার্দার, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুল হক পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওলটু, সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমোর আলি মাষ্টার, সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুকুল, ফিরোজ ইফতেখার প্রমুখ।

আজ শুক্রবার বাদ আসর জানাজা শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন হবে গোবিন্দপুর জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে। মজিবর রহমানের আত্মার মাগফিরাত ও দোয়া কামনা করেছেন তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন।

আলমডাঙ্গার গিরিধারী লাল মোদী আর নেই , শনিবার শেষকৃত্য

আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান দেশের অন্যতম শিল্পপতি দানবীর গিরিধারী লাল মোদি আর নেই। আলমডাঙ্গা মহাশ্মশানে আগামী শনিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হতে পারে বলে পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান আলমডাঙ্গা পৌর এলাকাররথতলা নিবাসী প্রখ্যাত শিল্পপতি, সমাজসেবক ও দানবীর উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক গিরিধারী লাল মোদি (৭৮) আর নেই।

গতকাল বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গিরিধারী লাল মোদি ছিলেন আলমডাঙ্গা পাইলট হাইস্কুলেরপ্রাক্তন ছাত্র ও ব্যবসায়ী স্বর্গীয় দোয়ারকা প্রাসাদ মোদির জ্যেষ্ঠপুত্র। শিল্পপতির পাশাপাশি তিনি একজন সমাজহিতৈষী ও জনদরদী

ব্যক্তিত্ব হিসেবে সারাদেশে পরিচিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা কালীমন্দির নির্মাণ, শ্রী শ্রী সত্য নারায়ণ মন্দির পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়নসহ বহু ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। এলাকার নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান ও আয়োজন তদারকিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতেন। অর্থ, বস্ত্রদানসহ বিভিন্ন দান-খয়রাতের মাধ্যমে তাঁর উদার মানসিকতার পরিচয় সর্বত্র মিলেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও গিরিধারী লাল মোদির অবদান অনস্বীকার্য। কন্যার বিবাহে আগত বরযাত্রীদের রাত্রিযাপনের জন্য নির্মিত অবকাঠামো পরবর্তীতে আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুলের জন্য দোতলা হলরুমে রূপান্তর করে দেন। এছাড়া আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পশুহাট জুনিয়র হাইস্কুল, চুয়াডাঙ্গা প্রদীপন প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনস স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করেন তিনি। আলমডাঙ্গা উপজেলা মহাশ্মশান দালান নির্মাণেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

তাঁর কাকা সত্য নারায়ণ মোদী ছিলেন আলমডাঙ্গার একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী, ক্রীড়ামোদী ও ক্রীড়া সংগঠক, যিনি আলমডাঙ্গা পাইলট গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে গিরিধারী লাল মোদি ছিলেন ১ পুত্র ও ২ কন্যার জনক।

এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি ও কিংবদন্তি এই ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সর্বত্র। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী সংগঠন তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

মেহেরপুরের সহকারী প্রকৌশলী

মাকবুলার আর নেই

মেহেরপুর জেলা জনস্বাস্থ্য অফিসের সহকারী প্রকৌশলী মাকবুলার রহমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

গতকাল সোমবার রাত ১১ টার দিকে মেহেরপুরের পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ডপাড়ার নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত মাকবুলার রহমান দীর্ঘ ১৪ বছর প্রোস্ট্রেট ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলেসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহি রেখে গেছেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার বাগোয়ান গ্রামে। তিনি চাকরির সুবাদে দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরে বসবাস করছিলেন।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরের প্রবীণ ব্যবসায়ী ও গুণীজন আনোয়ারুল হাসান আর নেই

বড় বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী, যাত্রা শিল্পী, নাট্যব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক আসফারুল হাসান সুমনের পিতা আনোয়ারুল হাসান আজ শনিবার দুপুরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে বড় বাজারে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন এবং এলাকার একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তার মৃত্যুতে স্থানীয় সম্প্রদায়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার জানাজার নামাজ শনিবার রাত সাড়ে ১০ টাই শহীদ শামসুদ্দোহা পার্কে অনুষ্ঠিত হবে।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও আওয়ামীলীগ নেতা আসলাম শিহির আর নেই

মেহেরপুরের কৃতী সন্তান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপস্থাপক আসলাম শিহির আর নেই (ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুর ১ টার দিকে ঢাকা ভাড়া বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সদর উপজেলা আমঝুপি গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত আজাহার বিশ্বাসের ছেলে।

দুরারোগ্য থাইরয়েড ব্যাধিতে ভুগছিলেন দেশের বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী, নাট্যাভিনেতা, টিভি ও রেডিওর উপস্থাপক আসলাম শিহির।

থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গিয়ে তীব্র ব্যথা হলে গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ)-তে ভর্তি হন আসলাম শিহির। সেখানে নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষার পরে চিকিৎসকরা তার অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন। দুর্ভাগ্যবশত অপারেশন সফল হয়নি।

উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির দুবার সাংস্কৃতিক সম্পাদক হন।

এর আগে আসলাম হোসেন শিহির মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্যক্তি জীবনে তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ছেলে-মেয়ে

দুজনেই স্কুলে পড়ছে।